তারিখ ... 27 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 6 ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

শিক্ষক-শিক্ষিকার তারতম্য অনেক বিদ্যাপীঠে

বিভাষ বাড়ৈ ॥ প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী মহিলা শিক্ষক নিশ্চিত করতে পারছে না দেশের কোন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও নেই ৩০ শতাংশ নারী শিক্ষক। নারী উন্নয়নের লক্ষ্য বাস্তবায়নে মহিলাদের জন্য সরকারীভাবে ৩০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ করা হলেও তা নিশ্চিত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ এসব প্রতিষ্ঠান। এই মুহূর্তে মাধ্যমিক স্কুলে সর্বোচ্চ ২৬ শতাংশ শিক্ষক

সরকারীভাবে কোটা বরাদ্দ হলেও প্রাথমিক ছাড়া কোন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নিয়োগ দিচ্ছে না ৩০ শতাংশ নারী শিক্ষক

(৪ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

শিক্ষক-শিক্ষিকার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আছেন নারী। আর মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা সবচেয়ে কম মাত্র ১৩ শতাংশ। তিন সরকারী বা পাবলিক মাদ্রাসায় ৭৫ জন শিক্ষক থাকলেও নারী নেই একজনও।

সরকারের সদ্য প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষা জরিপ ও জনকণ্ঠের সরেজমিন অনুসন্ধানে নিম্ন মাধ্যমিক থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভয়াবহ তারতম্যের এ চিত্র বেরিয়ে এসেছে। দেখা গেছে, মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে অনেক প্রতিষ্ঠান। সকল পাবলিক পরীক্ষায় মেধার পরিচয় দিয়ে শিক্ষক নিয়োগের মুখোমুখি হলেই নানা অনিয়ম ও বাধার মুখে পড়েন নারীরা। ক্ষমতার দাপটসহ নানা প্রতিকূলতার কারণে ৩০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ হওয়ার পরেও নারীদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। অথচ একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিশ্চিত করার পরেই কেবল বাকি শিক্ষকের নিয়োগ ও এমপিও হওয়ার কথা। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) পরিচালিত এবারের জরিপে নারী শিক্ষকদের নিয়োগের বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয় মনে করেন ব্যানবেইসের প্রধান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মোহাম্মদ শামসুল আলম। দীর্ঘদিন এ কাজের সঙ্গে জড়িত এ কর্মকর্তা বলছিলেন, জরিপে স্পষ্ট হয়েছে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায় আমরা এখনও সরকার ঘোষিত ৩০ শতাংশ নারী শিক্ষক নিশ্চিত করতে পারিনি। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের এই তারতম্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জরিপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যানবেইসের গবেষণা কর্মকর্তারা বলেছেন, আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি মেধার দিক থেকে মেয়েরা পিছিয়ে নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ফলাফল ভাল। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তারা আসতে নানামুখী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। কারণ মেধার চেয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রার্থীর নানামুখী সম্পর্কই প্রাধান্য পাচ্ছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে তুলেছে মাদ্রাসা শিক্ষা। মাদ্রাসা পরিচালনার সঙ্গে জড়িত অনেকেই নারী উন্নয়ন বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। যেটা তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায়ও প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সেখানে নারীরা শিক্ষক হিসেবে অনাগ্রহী হয়ে উঠছেন বলে বলছেন গবেষকরা।

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক নিয়োগে অস্বচ্ছতার কথা উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োগে প্রাধান্য পায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আত্মীয়তা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং ক্ষমতার দাপট। এসব কারণে স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়েন নারীরা এমনকি মেধাবী ছেলেরাও। নিয়োগ প্রক্রিয়ার এই সঙ্কটের কারণে দিন দিন প্রতিষ্ঠানগুলো মেধাবীদের হারাচ্ছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকে। জানা গেছে, সরকারের বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কথা। কোন প্রতিষ্ঠান ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিশ্চিত না করে কোন পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ দিলেও বিধান অনুসারে সেই শিক্ষক এমপিওভুক্ত হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না।

দেশে সরকারী ও এমপিওভুক্ত বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল আছে ২০ হাজার ২৯৭টি, যেখানে শিক্ষক আছেন দুই লাখ ৪৩ হাজার ১১৭ জন। এর মধ্যে নারী শিক্ষক আছেন ৬১ হাজার ৭০১ জন। অর্থাৎ শতকরা হার ২৬ শতাংশ মাত্র।

চার হাজার ১১৩ কলেজে শিক্ষক আছেন এক লাখ ১১ হাজার ৬১২ জন। এর মধ্যে নারী শিক্ষক ২৫ হাজার ৮০৩ জন। শতকরা হার ২৩ শতাংশ। এর মধ্যে ৩০২টি সরকারী কলেজে নারী শিক্ষক আছেন ২৭ শতাংশ।

৯ হাজার ৩১৯ মাদ্রাসায় শিক্ষক আছেন এক লাখ ১৪ হাজার ৩৩ জন। এর মধ্যে নারী শিক্ষক মাত্র ১৪ হাজার ৪৫০ জন। শতকরা মাত্র ১৩ শতাংশ। এসব মাদ্রাসার মধ্যে ৯ হাজার ৩১৬টি এমপিওভুক্ত। যেখানে ৩০ শতাংশ নারী শিক্ষক আগে নিয়োগ দেয়া না হলে বাকিদের এমপিওভুক্ত হওয়ার কথা নয়। তবে সকল নিয়ম অমান্য করে সেটাই হচ্ছে। মাদ্রাসায় আরেকটি উদ্বেগজনক তথ্য হচ্ছে দেশে চালু থাকা তিনটি পাবলিক মাদ্রাসায় ৭৫ জন শিক্ষক থাকলেও একজনও নারী শিক্ষক না থাকা। এটা কিভাবে হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা।

সরকারী ৩৭ ও ৮৫ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ২৬ হাজার ৩১৯ জন। এর মধ্যে নারী ছয় হাজার ৭০৪ জন। শতকরা হার ২৫ শতাংশ। ৩৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ হাজার ৪১৪ জন শিক্ষকের মধ্যে নারী শিক্ষক আছেন দুই হাজার ৭২১ জন। শতকরা ২২ শতাংশ। সরকারী ও এমপিওভুক্ত কারিগরি ও ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান আছে চার হাজার ২১২টি। শিক্ষক আছেন ২৯ হাজার ৯১৮জন। এর মধ্যে নারী ছয় হাজার ৮৬ জন। শতকরা হার ২০ শতাংশ। ২১৫টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে শিক্ষক আছেন দুই হাজার ৬৭৯ জন। এর মধ্যে নারী শিক্ষক ৫৫৮ জন, শতকরা হার ২১ শতাংশ। ৪৮০টি প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষক আছেন মাত্র ১৯ শতাংশ।

উল্লেখ্য, এর আগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর পরিচালিত এক জরিপে উঠে এসেছিল সকল প্রতিষ্ঠানের আলাদা একটি চিত্র। যেখানে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক আছেন ২৫ শতাংশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ শতাংশ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আট শতাংশ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে ১৭ শতাংশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ শতাংশ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ শতাংশ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আট শতাংশ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ শতাংশ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ শতাংশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ শতাংশ, গাজীপুরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত শতাংশ, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ শতাংশ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ শতাংশ।

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ শতাংশ, চিটাগং ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজিতে ১১ শতাংশ, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজিতে চার শতাংশ, খুলনা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজিতে চার শতাংশ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজিতে ১০ শতাংশ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় শতাংশ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ শতাংশ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ শতাংশ, কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ শতাংশ, চিটাগং ভেটেরনারি এ্যান্ড এনিমেল সাইন্স ইউনিভার্সিটিতে ১৫ শতাংশ মহিলা শিক্ষক রয়েছে।